



## 12470 - রোযাদার কখন ইফতার করবেন?

### প্রশ্ন

সূর্য ডোবার পরপরই ইফতার করা উত্তম; নাকি আকাশ থেকে আলো দূর হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা উত্তম?

### প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

সুন্নত হচ্ছে- অবলিম্বে ইফতার করা; অর্থাৎ সূর্য ডোবার অব্যবহতি পরই ইফতার করা। বরং তারাগুলো উদতি হওয়া পর্যন্ত দরৌ করা ইহুদীদের কর্ম এবং শিয়া রাফযেই সম্প্রদায় তাদেরকে অনুসরণ করে আসছে। তাই ইচ্ছাকৃতভাবে ভালভাবে সন্দ্ব্যা হওয়ার জন্য দরৌ করা রোযাদারের জন্য বাঞ্ছনীয় নয়। এমনকি আযান শেষে হওয়া পর্যন্তও বলিম্বে করা ঠিক নয়। কারণ এর কোনটা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদর্শ নয়।

সাহল বনি সাদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: "মানুষ ততদিন কল্যাণে থাকবে যতদিন তারা অবলিম্বে ইফতার করবে"। [সহি বুখারী (১৮৫৬) ও সহি মুসলিম (১০৯৮)]

ইমাম নববী বলেন:

"এ হাদিসে সূর্য ডোবা নিশ্চিতি হওয়ার পর অবলিম্বে ইফতার করার প্রতি উৎসাহ রয়েছে। যতদিন উম্মত এ সুন্নত রক্ষা করে যাবে ততদিন তারা সুশুখল থাকবে এবং তারা কল্যাণে থাকবে। যদি তারা ইফতার করতে বলিম্বে করতে থাকে তাহলে সটো তাদের বিশুখলায় লিপ্ত হওয়ার আলামত।" [শারহে মুসলিম (৭/২০৮)]

ইবনে আবু আওফা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আমি ও মাসরুক আয়শো (রাঃ)-এর কাছে গিয়ে বললাম: ইয়া উম্মুল মুমিনীন! মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীদের মধ্যে একজন অবলিম্বে ইফতার করেন ও অবলিম্বে নামায পড়েন। অপর একজন বলিম্বে ইফতার করেন ও বলিম্বে নামায আদায় করেন। তিনি বললেন: তাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি অবলিম্বে ইফতার করেন ও অবলিম্বে নামায পড়েন? আমরা বললাম: আব্দুল্লাহ অর্থাৎ ইবনে মাসউদ। তিনি বললেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এভাবেই করতেন। [সহি মুসলিম (১০৯৯)]

সতর্কতা:



"এ যামানায় যযে গর্হতি বদিাতগুলো প্রবর্ততি হয়ছে সগেলোর মধ্যে রয়ছে রমযান মাসে ফজর হওয়ার ২০ মনিটি আগে দ্বিতীয় আযান দয়ো এবং বাতগুলো নভিয়ে দয়ো; যযে বাতগুলো রযো রাখতে ইচ্ছুক ব্যক্তরি জন্য পানাহার নষিদিহ হওয়ার আলামত হিসবে রাখা হয়। যযে ব্যক্তি এটি প্রবর্তন করছে সে এই ধারণা থেকে করছে যযে, এতে ইবাদতরে ক্ষতেরে সাবধানতা অবলম্বন করা হববে। গুটি কতক মানুষ ছাড়া আর কাউকে বষিয়টি জানায় না। একই চন্টি থেকে তারা সূর্য ডোবার কছি সময় পরে আযান দয়ে; তাদরে ধারণা অনুযায়ী যাত করে সময় হওয়াটা জোরদার হয়। এভাবে তারা ইফতার করতে দরৌ করে ও সহেরৌ খাওয়া আগে আগে শষে করে সুন্নাহর বপিরীত আমল করে যাচ্ছে। তাই তাদরে মাঝে কল্যাণ হ্রাস পয়েছে এবং অকল্যাণ বৃদ্ধি পয়েছে। আল্লাহই সহায়।"[ফাতহুল বারী (৪/১৯৯)]